দৈনিক সংবাদ

FEB. 09 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দ
কী
য়

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন আচরণ বিধি?

দীর্ঘ ২২ বছর পর ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ সংশোধন করার প্রয়োজন পড়লো। জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে এ বিধান প্রণীত হয়। তার সুযোগ্য পত্নীর দ্বিতীয় দফা শাসনামলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর আচরণ বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত কোন সরকারই এ বিধিমালা সংশোধনের তাগিদ অনুভব করেনি। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আগেরবার যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনও না। বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণে কি এমন বিপর্যয় ঘটেছে যার ফলে 'আরো কঠোর আচরণ বিধি' প্রণয়ন করার প্রয়োজন পড়লো তা নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 'বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য' কাজটা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে গত ২২শে-ডিসেম্বর মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি সচিব কমিটি গঠন করে সরকার। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলছেন, সরকারি কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে যে আচরণ বিধিটি আছে তা বেশ পুরনো; অস্পষ্ট ও অনুপযোগী। অর্থাৎ জেনারেল জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে প্রণীত পুরনো বিধিমালাটি 'অস্পষ্ট' ও 'অনুপযোগী'। এ 'অস্পষ্ট' ও 'অনুপযোগী' বিধিমালা নিয়ে এ পর্যন্ত কোন সরকারেরই কোন অসুবিধা হয়নি। বেগম খালেদা জিয়ার দ্বিতীয় আমলে সরকারি কর্মচারীদের বিশৃঙ্খলা রোধে সেই বিধিমালাকে আর যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে না কেন তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিধিমালা সংশোধনের প্রস্তাব করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একদল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে। তারা যদি বিধিমালাকে আরো 'কঠোর' করেন তা হবে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারা। আর সরকার যখন বিধিমালা 'সংশোধন' করতে বলেছেন, তখন তার আসল উদ্দেশ্য হলো আরো কঠোর করা, শিথিল করা নয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশ হলো, বিধিমালার শাস্তির বিধান আরো কঠোর করুন। সরকারের বিরাগভাজন হয়ে কেউ ফস্কে যেন না যেতে পারে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্ত্রস্ত করে রাখতে হবে। তবে বিধিলঙ্ঘনের অভিযোগ আনবে কে?

সচিব কমিটির অনেকেই নাকি মনে করেন, বর্তমান বিধিমালার শাস্তি যথেষ্ট কঠোর। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতও তাই। সমস্যাটি হলো বিধিমালা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করে শাস্তির ব্যবস্থা করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীনরা বেছে বেছে শাস্তির ব্যবস্থা করছেন; রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই বিধিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হচ্ছে। শাস্তির ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাই। অতএব ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা নয়, বেছে বেছে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থাটিকে আরো নিরঙ্কুশ; আরো পাকাপোক্ত করাই আচরণবিধি সংশোধনের লক্ষ্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে। প্রতিষ্ঠিত হবে?

সচিব কমিটি বিধিমালা 'সংশোধন' ও 'পরিবর্তনের' যেসব প্রস্তাব করেছেন, তার কোনটিই নতুন নয়। শাস্তির বিধানও তাই। এতদিন প্রয়োগ করা হয়নি বলেই সেগুলো 'অস্পষ্ট' ও 'অনুপযোগী' হয়ে যায়নি। তবুও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের কমিটি যদি অস্পষ্টতা দূর করে 'উপযোগী' বিধান করেন, তবে সরকারের হাতে যে অস্ত্র তুলে দেয়া হবে, তা আরো ধারালো হবে বলে ধারণা করা যায়। বর্তমান সরকার সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে যে খেলা খেলছেন তাতে বেছে বেছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়াতে আরো অস্বচ্ছতা সৃষ্টি হতে পারে। কেননা কিছু কিছু বিধি আরো বেশি স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দেবে; কিন্তু এতে কি প্রশাসনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে?